স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত
হ্যানিম্যান হল
মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান
হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।
হোমিও পেটেণ্ট "আইওলিন"
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।
হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ
সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫১শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩রা ভাদ্র বুধবার, ১৩৭১ ইংরাজী 19th Aug. 1964 { ১৪শ সংখ্যা

প্রত্যেক ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।
• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ব্রজশশী আয়ুর্বেদ ভবন
কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

সবচেয়ে সুবিধায় বই কিনতে হ'লে
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান ষ্টুডেণ্টস্-ফেভারিট-এ আসুন।
আমাদের বিশেষত্ব :— রঘুনাথগঞ্জ (বাস ষ্ট্যাণ্ড)
* এক সঙ্গে সেট বই সরবরাহ করা।
* শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নানাবিধ সুবিধা দেওয়া।
* ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত পাঠ্য ও অর্থপুস্তক নির্বাচনে সহায়তা করা।
* আমাদের সততায় সকলের সহানুভূতি লাভ করা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা ভাদ্র বুধবার সন ১৩৭১ সাল।

স্বাধীনতা

১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্ট অধীনতা পাশে শৃঙ্খলিত ভারত স্বাধীন হইল। অধীন ভারতের ভাগ্য-বিধাতা ইংরাজ ইহার কিয়দংশকে পাকিস্থান বলিয়া ঘোষণা করিয়া ভারতের অঙ্গ হইতে বাদ দিয়া তাহা ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বীদের হস্তে প্রদান করিয়া গেলেন। ভারতবর্ষ যেন ছিন্নমস্তা হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিল।

আমরা আমাদের জ্ঞানে দেখিয়াছি—বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করার জন্য বাংলার নেতৃবৃন্দ যে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা ইংরাজকে চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইংরাজও এই আন্দোলন রোধ করিবার জন্য চণ্ডনীতি অবলম্বন করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই।

১৯০৫ হইতে আরম্ভ হইল অগ্নিযুগ। এই যুগ-প্রবর্ত্তক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ পরে হন ঋষি অরবিন্দ। ইংরাজ নিশ্চয়ই জানিত না যে শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন ১৫ই আগষ্ট। কিন্তু যে দিন তাহারা ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করিল, সেই ১৫ই আগষ্ট অগ্নিযুগস্রষ্টা শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন। কাক-তালীয়বৎ হউক, আর বিধির বিধানেই হউক শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনে ভারতের স্বাধীনতা লাভ যেন মণিকাঞ্চনে যোগ হইয়াছে।

আমরা এই স্বাধীনতা দিবসে তাঁহার জন্মদিন প্রতিপালন করিবার সুযোগ পাইয়া ১৫ই আগষ্টকে ভারতের পর্ব্বদিন বলিয়া উদ্‌যাপন করিয়া ধন্য হইতেছি।

বঙ্গদেশকে খণ্ডিত করায় যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, আজ স্বাধীনতা দিবার সময়ও ইংরাজ যেন তাহার পূর্ব্বেকার অঙ্গচ্ছেদ স্পৃহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করিয়া সেই খুঁৎ ও অশান্তি সৃষ্টির জের রাখিয়া গেল।

ইংরাজ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতে যে অন্নবস্ত্রের অভাব সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। আজও সেই অভাব ভারতকে তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইতেছে। মানুষের বাঁচিবার প্রধান উপকরণ অন্ন ও বস্ত্র, সেই দুটীর প্রাপ্তি সহজ না হইলে সাধারণ লোক স্বাধীনতার রসাস্বাদ করিতে পারিবে না। শাসনযন্ত্র পরিচালনার ভার পাইয়াছে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস নামক অহিংসপন্থী রাজনৈতিক সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা গর্ব্ব করিয়া বলেন—"বিনাযুদ্ধে বিনা লোকক্ষয়ে আমরা 'স্বাধীনতা' নামক বহুবাঞ্ছিত অমূল্য নিধি ইংরাজগণের হস্ত হইতে লাভ করিয়াছি।" এ কথা কি সত্য? প্রকৃত কথা বলিতে গেলে আমরা স্বাধীনতা লাভের যজ্ঞ বেদীতে বহু বাঙালী সন্তানকে বলি দিয়াছি—সে সব কি ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে? আমরা আমাদের যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে কি সেই সব আত্মত্যাগী মহাপ্রাণের কৃতিত্ব নাই? আজ সর্ব্বাগ্রে আমরা তাঁহাদের অমর আত্মার উদ্দেশে মস্তক অবনত করিতেছি। আজ আমরা সর্ব্বদেশের ভারতীয়গণকে নিমন্ত্রণ করিতেছি—তাঁহারা আসিয়া দেখুন—বাঙলার খণ্ডিত অংশের বাঙালী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেমন ভাবে লব্ধ স্বাধীনতার ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য ধন-মান-প্রাণ উৎসর্গের কঠোর পরীক্ষা দিতেছে। ইহারা কত বড় ত্যাগী! তাহা ক্ষমতাদৃপ্ত বিলাসী ভোগীর দল এ ত্যাগের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে পারিবে কি? আজ সুজলা সুফলা বাংলা এক মুষ্টি অন্নের জন্য হাহাকার করিতেছে, ইহা কি স্বাধীনতা লাভের জন্য ত্যাগ নহে? আমরা এই স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বহারা এই সব দেবতার চরণে মস্তক অবনত করিতেছি।

ইংরাজ কি দিয়া গিয়াছে?

ইংরাজ যাইবার সময় দিয়া গিয়াছে এক ঘুণ খেকো শাসনযন্ত্র—যার প্রত্যেকটী কল কব্জা দুর্নীতিরূপ মরিচা ধরা! দেশে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে—কালাবাজার ও কালাবাজারী। লোকের মধ্যে এমন প্রবৃত্তি জাগরিত করিয়া গিয়াছে—যে মানুষ হইয়া মানুষের খাদ্যে বিষ মিশাইয়া নরহত্যা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা আর পাপ বলিয়া মনে হয় না।

রামপুরহাট জিতেন্দ্রলাল বিদ্যাভবনের সাফল্য

এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় রামপুরহাট জিতেন্দ্রলাল বিদ্যাভবনের ছাত্রবৃন্দ প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জ্জন করিয়া এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে পর্ষদের উত্তীর্ণের হার ২৫·৮ শতাংশ। এই বৎসর বিদ্যাভবনের ১৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৮ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং একটি কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিবার সুযোগ পাইয়াছে। দুইজন প্রথম বিভাগে, আটজন দ্বিতীয় বিভাগে ও আটজন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

প্রধান শিক্ষকের পরিচালনায় সহকারী শিক্ষক-গণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া একটি অতি সাধারণ বিদ্যালয়ের মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ মানের সন্তানগণের অসাধারণ সাফল্য অর্জ্জনের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন তাহা অনুকরণযোগ্য। আরও উল্লেখযোগ্য যে, জেলায় উত্তীর্ণের হারের দিক দিয়া বিদ্যাভবনই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। পরিচালনা পর্ষদ, শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে সহজ সংযোগও এই সাফল্যের কারণ বলিয়া জানা যায়। সম্পাদক মহাশয়, শিক্ষক ও উত্তীর্ণ ছাত্রদের সহিত এক সভায় মিলিত হন। সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। 'বীরভূমের ডাক'

স্বাধীনতা দিবসে সংবাদপত্রের প্রতি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বাণী

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারতীয় সংবাদপত্র-গুলিকে উদ্দেশ করে এক বাণীতে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন :—

স্বাধীনতার পর ১৭ বছর কেটে গেছে। আজ আমাদের স্মরণ করতে হবে আমাদের শপথের কথা, ভাবতে হবে আমরা আমাদের স্বাধীনতা নিয়ে কি করতে পেরেছি। একটা দেশের ইতিহাসে ১৭ বছর এমন কিছু দীর্ঘ সময় নয়—আবার অন্য-দিক দিয়ে দেখতে গেলে, অর্থাৎ যাঁরা অনেক আশা নিয়ে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন, তাঁদের

দিক দিয়ে দেখতে গেলে, এটা খুব অল্প সময়ও নয়! এই কয় বছরে আমাদের চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়েছে, আমরা অনেক কিছু গড়ে তুলতে পেরেছি। আমরা এমন এক নবীন ভারতবর্ষে বাস করি যে ভারতবর্ষ স্বাধীন। আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের দ্বিধা নেই। স্বাধীনতা দিবসে আমরা ভুলে যাই আমরা কি পাই নি। আমরা যে স্বাধীন সেটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়।

স্বাধীনতার পর প্রতি বছর শ্রীজওহরলাল নেহেরু লালকেল্লার প্রাকারে দাঁড়িয়ে স্বাধীন পতাকাতলে শপথবাক্য উচ্চারণ করে গেছেন—এবছর থেকে স্বাধীনতা দিবসে তাঁর কণ্ঠ আর শোনা যাবে না। কিন্তু তাঁর আত্মা যেমন অমর, তেমনি অক্ষয় তাঁর নীতি। তাঁর অবর্ত্তমানে আমরা ম্রিয়মান হয়ে থাকি, এ তিনি চাইতেন না। তিনি চাইতেন, তাঁর স্বপ্নকে রূপ দিতে আমরা যেন কাজ করে যাই। তিনি আমাদের বলেছিলেন, আমরা যেন মূল্যবোধ না হারাই এবং কাজের উচ্চমান যেন বজায় রাখি।

ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসী সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের মধ্যেও এনে দিয়েছে গভীর আত্মপ্রত্যয়। তাই আজ আমরা ব্রতী হয়েছি ব্যাপক সমাজ ও অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের কাজে। রাজনৈতিক সঙ্ঘর্ষ, তর্কবিতর্ক এমন কি নানাভাবে চাপ এসেছে আমাদের উপর কিন্তু আমরা সমাজ-তন্ত্রের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হইনি বা আমাদের গণতন্ত্রের ভিত্তি একটুও শিথিল হয়নি। আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদেরই হাতে।

পুরাতনকে বিদায় দিয়ে আমরা নতুনকে গ্রহণ করছি। তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আমাদের অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের বুনিয়াদ তৈরী করেছে—এর পরে আসবে চতুর্থ পরিকল্পনা এবং তার পরে আরও। শ্রীজওহরলাল নেহেরু যে শিল্প বিপ্লবের সূচনা করে গেছেন, সেই বিপ্লব এখন বিস্তার লাভ করছে। ভারত চায় শান্তি, দেশের ভেতরে এবং বাইরে। তাহলেই আমরা আমাদের দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারবো। জাতি-গঠনের দায়িত্ব আমাদের সবার।

আমি আশা করি সংবাদপত্রগুলি এবং গণ-সংযোগের অন্যান্য মাধ্যমগুলি আমাদের দেশের নীরব বিপ্লবের প্রতি আরও দৃষ্টি দেবে; আমরা যা করতে পারিনি শুধু তাই নয়, আমাদের কৃতিত্বের গৌরবকেও প্রাধান্য দেবে। আজ এই স্বাধীনতা দিবসে আবার আমরা শপথ নিচ্ছি স্বাধীনতাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখবো, রক্ষা করবো এবং স্বাধীনতার সংজ্ঞা পরিবর্ধিত করবো।

জঙ্গিপুরে স্বাধীনতা দিবস

১৫ই আগষ্ট ভারতের ইতিহাসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মিলনে এই দিনটী চিহ্নিত হ'য়ে আছে। অন্ধকারকে বিদীর্ণ ক'রে স্বাধীনতার সূর্য্যোদয় হ'লো এই স্মরণীয় দিবসটিতে। শ্রীঅরবিন্দের জন্মও এইদিনে। উভয় ঘটনার এই অদ্ভুত যোগাযোগ যেন বিধাতার অদৃশ্য অঙ্গুলি সঙ্কেতে।

গত ১৫ই আগষ্ট শনিবার রঘুনাথগঞ্জ জঙ্গিপুরে ও মহকুমার সর্ব্বত্র স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাতে প্রভাত-ফেরী সহর প্রদক্ষিণ করে। বেলা ৮ ঘটিকায় রঘুনাথগঞ্জ 'শ্রীমাতৃচক্রে'র ও 'সেবা-শিবির' এর শোভাযাত্রা ব্যাণ্ডবাদ্যসহ সহর প্রদক্ষিণ করে। স্থানীয় সরকারী অফিস-সমূহে, মহাবিদ্যালয়ে, সমস্ত বিদ্যালয়ে, মিউনিসিপ্যাল অফিসে ও বিশিষ্ট জনসাধারণের বাসভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়।

সরকারী প্রচার বিভাগ কর্ত্তৃক স্থানীয় ছায়াবাণী সিনেমায় রঘুনাথগঞ্জের স্কুল সমূহের ছাত্রছাত্রী-গণকে ও ধুলিয়ান সিনেমা হলে ঐ অঞ্চলের স্কুল সমূহের ছাত্রছাত্রীগণকে বিভাগীয় চিত্রাদি প্রদর্শন করা হয়।

স্কুল বোর্ডের নির্ব্বাচন

মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুল বোর্ডের নির্ব্বাচনে জঙ্গিপুর মহকুমা হইতে দুইজন সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন। যাঁহারা মনোনয়ন-পত্র দাখিল করিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলের মনোনয়ন-পত্রই বৈধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর নির্ব্বাচনের দিন ধার্য্য হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

গেজেটে নাম প্রকাশ

বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ছয় মাস পরে গত ৬ই আগষ্টের 'কলিকাতা গেজেটে' নির্ব্বাচিত কমিশনরগণের নাম প্রকাশ করা হইয়াছে। আগামী ২রা সেপ্টেম্বর চেয়ার-ম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচনের দিন ধার্য্য হইয়াছে।

একসঙ্গে ৫টি সন্তান প্রসব

সংবাদে প্রকাশ মালদহ জেলা হাসপাতালে মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান নিবাসিনী জনৈকা মহিলা এক সাথে ৫টি (৪টি পুত্র ১টি কন্যা) সন্তান প্রসব করিয়াছেন। ছয় মাস গর্ভধারণের পর মালদহ হাসপাতালে অস্ত্রোপচার দ্বারা প্রসব করানো হয়। সন্তানগুলির মোট ওজন ১১ পাউণ্ড। সন্তানগুলির মধ্যে ৩টি ১ ঘণ্টাকাল জীবিত ছিল। অপর ২টি মৃত অবস্থায় ছিল। প্রসূতি সুস্থ আছেন।

ছাত্রের কৃতিত্ব

কান্দী রাজ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র শ্রীরাধাকান্ত মণ্ডল এম, এস, সি, ডি, ফিল (বিজ্ঞান) আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে বাৎসরিক ৩৩ হাজার টাকার পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ ফেলোশিপ এবং ফুলব্রাইট ট্রাভলস স্কলারশিপ পাইয়া উচ্চ শিক্ষার্থে আমেরিকা রওনা হইয়াছেন। ডঃ মণ্ডল পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ রিচার্ড আব্রাহমস-এর অধীনে জীবকোষ ও জীবকলার পুষ্টি ও বিবর্ধন সম্বন্ধে গবেষণা করিবেন। ডঃ রাধাকান্ত মণ্ডল ১৯৫২ সালে কৃতিত্বের সহিত কান্দী হইতে স্কুল ফাইনাল পাশ করিয়া জঙ্গিপুর কলেজ হইতে অষ্টম স্থান অধিকার করিয়া আই-এস-সি পাশ করার পরে ফলিত রসায়নে প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া এম-এস-সি পাশ করেন। এম-এস-সি পাশ করার পরে এবং বর্তমানে ডক্টর মণ্ডল কলিকাতা বসু বিজ্ঞান মন্দিরে প্রাণ রসায়নে গবেষণা করিতে-ছিলেন। ১৯৬৩ সালে ডঃ মণ্ডল ডি ফিল (বিজ্ঞান) ডিগ্রী পান।

'পরিক্রমা'

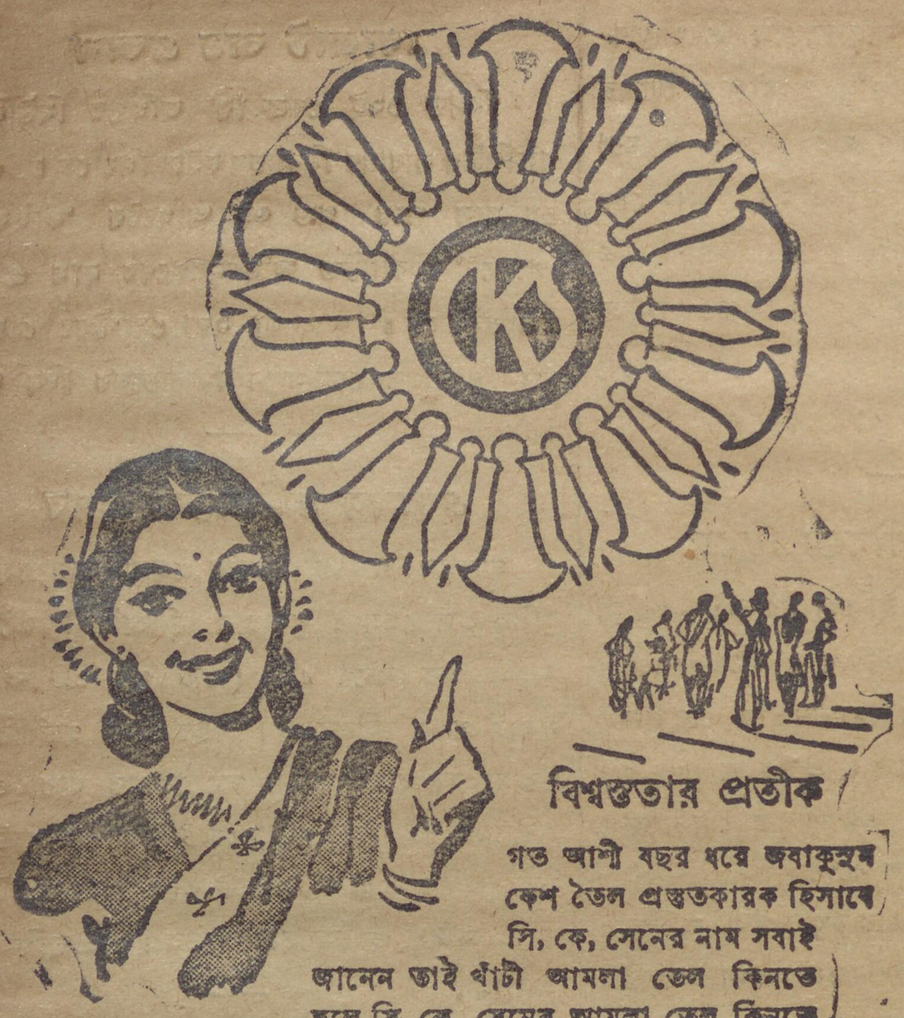

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি কে, সেনের
আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

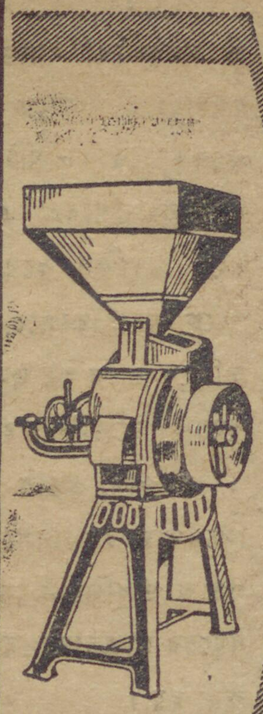

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও শোরুম
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯	৮৩।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ	ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

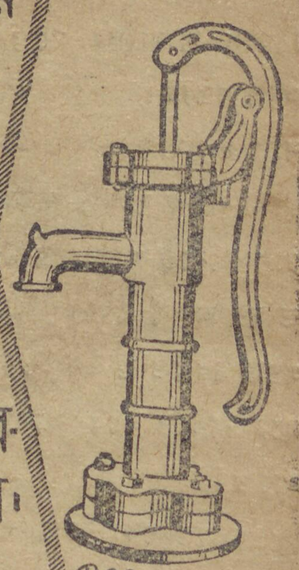

★আই, সি, আই পেইন্ট
★মেদিনীপুরের ভাল মাদুর
★যাবতীয় ঘানি, হলার ও ধান কলের পার্টস্
★ইমারতের যাবতীয় সরঞ্জাম।

বিক্রেতা:-

কুঞ্জ হার্ডওয়ার ষ্টোর
খাগড়া মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২'২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ।

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)